বাংলা নাটকের রূপভেদ

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

নাটক কাকে বলে ?

সংস্কৃতের দৃশ্যকাব্য বা নাটক দশ রূপকের এক রূপক মাত্র। এই দৃশ্যকাব্যই বর্তমানে নাটক শব্দের সমর্থক। নাটকের সংজ্ঞায় বলা যায়--মানবজীবনকেন্দ্রিক সংলাপময় রীতিতে রচিত সংঘাতমুখর কাহিনি যা দর্শকচিত্তে বিশেষ রসের অনুভব যোগায়, তাকেই নাটক বলে।

ট্রাজেডি

ট্রাজেডি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো বিয়োগান্তক রচনা। ট্রাজেডির সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়-- গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত, ত্রয়ী ঐক্য যুক্ত, কাহিনি আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত, স্বল্পায়তন বিশিষ্ট নাটকীয় ভঙ্গিতে রচিত বিয়োগান্তক নাটক। যার পরিণতিতে দর্শক চিত্তে Pity এবং Fear এর ভাব জাগ্রত হবে।

উদাহরণ--

মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', গিরিশ ঘোষের 'বলিদান' সার্থক ট্র্যাজেডির উদাহরণ।

কমেডি

কমেডি শব্দের উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন গ্রিক দেবতা ডায়োনিসাসের শীতকালীন উৎসব থেকে কমেডির উদ্ভব। কমেডিতে মানুষের জীবনের অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্যের চিত্রন লক্ষ করা যায়। মানবজীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক তুলে ধরা হয়। জীবনসত্যের আপাত লঘু দিকের মাধ্যমে গভীর দিক উপস্থাপন করা হয় এবং খুব সাধারণ স্তরের মানুষদের নিয়ে কমেডি রচনা করা হয়।

উদাহরণ--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’।

মেলোড্রামা

মেলোড্রামা এবং অপেরা সমর্থক শব্দরূপে প্রচলিত। যে নাটকে সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে তাকে মেলোড্রামা বলে। মেলোড্রামায় বাহ্যিক ঘটনার উপর কাহিনি প্রতিষ্ঠিত হয়, আবেগের প্রাবল্যে যুক্তির পথ অস্পষ্ট হয়। রোমান্টিক পরিবেশ থাকে, ভয়ংকর উৎসাহ ও শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ থাকে, মনমুগ্ধকর সংগীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং নাটকের বিষয় অবিশ্বাস্য পথ ধরে উপসংহারে উপস্থিত হয়।

উদাহরণ--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজা ও রানী’ বাংলা মেলোড্রামা।

সামাজিক নাটক

সামাজিক মানুষের কথাই নাটকের মূল উপজীব্য, তাই সব শ্রেণির নাটককেই সামাজিক নাটক বলা চলে। কিন্তু বিশেষ অর্থে সামাজিক নাটক বলতে সেই নাটকগুলোকেই বোঝানো হয়, যে নাটকে সামাজিক বিষয়, সামাজিক সমস্যা, নাট্যকারের সমকালীন সামাজিক সংকট প্রধান উপজীব্য হিসেবে উপস্থিত হয়। সমাজ এই শ্রেণির নাটকের মূল চালিকাশক্তি। নাট্যকারের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যভাবনা সামাজিক প্রসঙ্গ অনুসারে আবর্তিত হয়।

উদাহরণ--

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’, ‘বলিদান’।

পৌরাণিক নাটক

পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটকই পৌরাণিক নাটক রূপে চিহ্নিত হয়। তবে এর সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়-- পুরাণের কাহিনি অবলম্বনে লেখা, আদর্শ অনুসারী, ভক্তিরসাশ্রয়ী, দেবানুগ্রহে মিলনান্তক যে নাটক সেই নাটককে বলা হয় পৌরাণিক নাটক।

উদাহরণ--

মধুসূদন দত্তের ‘শর্মিষ্ঠা’ মনোমোহন বসুর ‘সতীনাটক’।

ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাসের বিষয় নিয়ে লেখা নাটককে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। ইতিহাসের ঘটনা-স্থান-কাল পাত্রের গণ্ডিতে এই শ্রেণির নাটকের কাহিনি সীমাবদ্ধ থাকে। নাট্যকারের মুক্ত কল্পনার ছোঁয়ায় ইতিহাসের সত্য নিত্য সত্য বা শাশ্বত ও চিরকালের সত্যে পরিণত হয়। এই নাটকের বিষয় সিদ্ধ ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়। প্রধান চরিত্ররা হয় ঐতিহাসিক। যুগগত বৈশিষ্ট্য ও ভাব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে হয়। ঐতিহাসিক নাটকের রস হয় ঐতিহাসিক রস।

উদাহরণ--

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘মেবার পতন’, ‘নূরজাহান’।

রূপক-সাংকেতিক নাটক

রূপক-সাংকেতিক নাটক বলা হয় সেই নাটককে, যে নাটকে রূপক ও সংকেত দ্বারা মূলভাব ব্যক্ত করা হয়। এই শ্রেণির নাটকের বিষয়বস্তুর দুটি অর্থ থাকে। একটি স্পষ্ট অর্থ অন্যটি ব্যাঙ্গার্থ। রহস্যময়তা এই নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণ--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’, ‘রক্তকরবী’।

অ্যাবসার্ড নাটক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মানুষের হতাশা, শূন্যতাবোধ, মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং সর্বোপরি সার্বিক অবক্ষয়জনিত নৈরাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা যে নাটকে বক্তব্যকে এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে তাকে উদ্ভট বা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে। এই জাতীয় নাটকগুলোকে উদ্ভট নাটক বা অ্যাবসর্ড নাটক বলে।

উদাহরণ--

বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’।

একাঙ্ক নাটক

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এক অঙ্কে রচিত নাটককেই একাঙ্ক নাটক বলে। তত্ত্বগতভাবে সেই নাটকে একাঙ্ক নাটক বলতে হবে যেখানে নাটকটি একটি অঙ্কের মধ্যে সমাপ্ত হলেও কাহিনির আদি-মধ্য-অন্ত্য থাকবে। আদিতে ঘটনাগত উৎসুক্য সৃষ্টি হবে, মধ্য থেকে তার বিকাশ হবে এবং অন্ত্যে সেই উৎসুক্যের শেষ হবে। সাধারণভাবে সংঘাতমুখ, দ্রুত গতিশীল, স্বল্প সময়বিশিষ্ট, একমুখীন, একটি মাত্র ঘটনাকেন্দ্রিক, একটি অঙ্ক বিশিষ্ট নাটককে বলা যায় একাঙ্ক নাটক।

উদাহরণ--

মন্মথ রায়ের ‘রাজপুরী’।

প্রহসন

ইংরেজি Farce শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রহসন। সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির ছবি যেখানে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, সেই নাটককে প্রহসন বলা হয়। এর অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ তিন হতে পারে। বিষয়বস্তু অতিরঞ্জনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়, নাট্যকার তাঁর সমসাময়িক বিষয়ের উপর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন। প্রহসনের চরিত্রটা হয় বিশেষভাবে Type চরিত্র।

উদাহরণ--

মধুসূদন দত্তের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’, দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’।

গীতিনাট্য

যে নাটকে সংগীতের বাহুল্য বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয়, সে নাটককে সাধারণভাবে গীতিনাট্য বলা যায়। সংস্কৃত নাটকে গীতিনাট্যের বিশেষ উদাহরণ নেই। বাংলায় যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি মধ্যে গীতিনাট্যের লক্ষণ আছে।

উদাহরণ--

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘আগমনী’, ‘মোহিনী প্রতিমা’।

কাব্যনাট্য

কাব্যনাট্য হল কাব্য প্রধান নাটক অর্থাৎ কবিতার আকারে রচিত হলেও এই শ্রেণির রচনা আসলে নাটক। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, যে নাটকের কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করে তার সঙ্গে সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথবা আনুগত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তাকে কাব্যনাট্য বলে।

উদাহরণ--

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিদায় অভিশাপ’, বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’।

ধন্যবাদ